কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৯ ❑ মে-জুন, ২০২৬ ❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩ ❑ ১৩ জিলকদ-১৪ মহররম, ১৪৪৭

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ আজিজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ইউসুফ আলী
পরিচালক (সেচ)

মোঃ ওসমান ভুইয়া
পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

মোঃ মজিবর রহমান
পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

সৌরেন্দ্র নাথ সাহা
পরিচালক (অর্থ)

আবু জাফর রাশেদ
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া নানারকম ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে দেশীয় ফল। ফল, খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মেধার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয় ফলদবৃক্ষ পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকবিলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে। ফলদ বৃক্ষরোপণ ও উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রতি বছরের মত এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৮ জুন থেকে ২০ জুন ২০২৬ রাজধানীর ফার্মগেটের কেআইবি চত্বরে শুরু হয় জাতীয় ফল মেলা ২০২৬। এবারের ফল মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস”। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় ফল মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি স্থাপিত স্টলে বিভিন্ন ধরনের ১৪২টি জাতের দেশি-বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। মাননীয় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ, কৃষিসচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন আয়াতে বৃক্ষের বিষয়ে ইরশাদ করা হয়েছে। হাদিসেও বৃক্ষরোপণকে সদকা হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ কর্মসূচির প্রতিপাদ্য “ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি” এর আওতায় আসুন আমরা সকলে মিলে প্রত্যেকেই ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করি।

ভেতরের পাতায় ....

বিএডিসি'র মাধ্যমে ক্ষেত্রায়নকৃত এলএলপি স্কিম স্ব-হস্তে চালু করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী..................৩
উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত..................৪
বিএডিসিতে স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অধিকতর শৃঙ্খলা আনয়নে সভা অনুষ্ঠিত......................৫
এমওপি সার আমদানির ক্ষেত্রে বিএডিসি এবং রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি নবায়ন............................৬
জি টু জি পদ্ধতিতে মরক্কো হতে টিএসপি এবং ডিএপি সার আমদানির জন্য বিএডিসি এবং মরক্কোর মধ্যে চুক্তি নবায়ন...৭
কৃষকদের নিকট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নির্দেশনা............৮
হাইব্রিড ভুট্টার সাফল্যে চাঙা ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষি অর্থনীতি..১০
দেশ ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে-বিএডিসি'র চেয়ারম্যান....১১
বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত...১২
গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে প্রথমবারের মতো দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ...১৩
বাষ্প তাপ প্রয়োগ (VHT) পদ্ধতিতে নিরাপদ ও পোকামাকড়মুক্ত আমসহ অন্যান্য ফল ও সবজির মান নিশ্চিত ১৪
৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ: বাংলাদেশের সবুজ বিপ্লবের রূপরেখা.......................................১৫

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসি'র মাধ্যমে ক্ষেত্রায়নকৃত এলএলপি স্কিম স্ব-হস্তে চালু করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

কৃষি উন্নয়ন ও বিএডিসি একে অপরের পরিপূরক। ফসল উৎপাদনে কৃষকের প্রধানত ৪টি উপকরণ অত্যাবশক (যদি জমিকে উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়)। তা হলো জমি, বীজ, সার ও সেচ। জমি ব্যতীত এই তিনটি উপকরণের সিংহভাগই সরকারিভাবে মূলত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তবে সারা দেশের কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী বিএডিসি প্রদত্ত সেবা/উপকরণ সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়।

বর্তমান সরকার সারা দেশের সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ রোধে দেশের বিভিন্ন জেলায় খাল পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে মোট পাঁচ বছরে ২০,০০০ কি.মি খাল পুনঃখননের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিএডিসিকে ৯০০০ কি.মি খাল পুনঃখননের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সরকার প্রদত্ত এ দায়িত্বটি বিএডিসি কার্যকরভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। সংস্থা প্রধানের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জুন-২০২৬ পর্যন্ত ১৮০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রায় ৪৫৪.৮১ কি.মি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে।

গত ১৩ জুন ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার জেলার পিএমখালী ইউনিয়নের পাতালী খাল পুনঃখননের উদ্বোধন করেন। খালটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পুনঃখনন করা হবে এবং খালটির মোট ৮ কি.মি পুনঃখননের পরিকল্পনা গ্রহণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএডিসি'র মাধ্যমে ক্ষেত্রায়নকৃত এলএলপি স্কিম স্ব-হস্তে চালু করেন

করা হয়েছে। তবে এর শাখা খাল বিএডিসি'র মাধ্যমে পুনঃখনন করা হয়েছে মর্মে চট্টগ্রাম অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ নূরুল ইসলাম জনসংযোগ বিভাগকে অবহিত করেন। তিনি আরো জানান যে, উক্ত শাখা খালের ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদানে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার সর্বমোট ১৯টি এলএলপি স্কিম ক্ষেত্রায়ন করা হয়েছে। আরো ২৪টি এলএলপি স্কিম (প্রত্যেকটি ২ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন) ক্ষেত্রায়ন করা হবে মর্মে অবহিত করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টির ওপর সম্যক ধারণা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএডিসি'র মাধ্যমে ক্ষেত্রায়নকৃত এলএলপি স্কিম স্ব-হস্তে চালু করেন।

জাতীয় ফল মেলা ২০২৬ এ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "জাতীয় ফল মেলা ২০২৬" অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ জুন ২০২৬ তারিখে শুরু হয়ে ২০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ফার্মগেটস্থ কেআইবি (কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ) চত্বরে তিন দিনব্যাপী "জাতীয় ফল মেলা ২০২৬" অনুষ্ঠিত হয়। এবারের জাতীয় ফল মেলায় ৭৬টি স্টল স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ৮টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৬৭টি প্রতিষ্ঠানের স্টল স্থাপন করা হয়েছে।

মূলত: দেশীয় ফলকে

(বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে বললেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী

উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে বললেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এমপি।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এমপি

টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে "পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প" টির লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও ফলাফল অনেকটাই ভিন্ন ধাঁচের। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া পলিশেড হাউজে ড্রিপ ইরিগেশন ও মিস্ট ইরিগেশনের মাধ্যমে উৎপাদিত পোকা-মাকড়মুক্ত শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল স্থানীয় বাজার, রাজধানীস্থ বিভিন্ন সুপার শপে বিক্রি করা হচ্ছে। সম্প্রতি পলিশেডে উৎপাদিত মানসম্পন্ন ক্যাপসিকাম ও জারবেরা ফুল মধ্যপ্রাচ্যেও রপ্তানি করা হচ্ছে এমনটি বললেন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ মাহবুব আলম। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১৩৫টি পলিশেডের মধ্যে অদ্যাবধি ৫০টি পলিশেড নির্মাণ কাজ সফলভাব সম্পাদিত হয়েছে এবং সেগুলোতে শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল উৎপাদন কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে।

বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রমের মডেল পরিদর্শন করছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এমপি

গত ২ মে ২০২৬ তারিখে দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত পলিশেডে উৎপাদিত ফসলের গুণগতমান রক্ষার কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এমপি বলেন, বিএডিসি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা কৃষি ও কৃষককে সবসময় সাহায্য করে থাকে। পলিশেডের মাধ্যমে উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল বিদেশে রপ্তানির বিষয়টি একটি গৌরবান্বিত বিষয়। তবে উৎপদিত দ্রব্যাদির গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। ফলে বিষয়টির উপর কৃষকদের সুনির্দিষ্ট এবং সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারজাতকরণের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (সেচ) জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (দিনাজপুর), কৃষক ও উদ্যোক্তারাসহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বিএডিসি

পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হয়। পাট আমাদের দেশের শত শত বর্ষের ঐতিহ্য। দেশে প্রধানত তিন ধরনের পাটের চাষ করা হয়ে থাকে। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ৫০০০-৬০০০ মে.টন পাটবীজের প্রয়োজন হয়। এর বিপরীতে সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছর প্রায় ২০০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদনপূর্বক বিএডিসি সরবরাহ করে থাকে। অবশিষ্ট ৪০০০ মে.টন পাটবীজ ভারত থেকে আমদানি করে কৃষকদের চাহিদা পূরণ করা হয়।

পাটবীজ আমদানিতে প্রতিবছর প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অন্যদিকে দেশের ব্যবহৃত পাটবীজের চাহিদা যথাসম্ভব দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এই নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানি নির্ভরতা পরিপূর্ণভাবে হ্রাসপূর্বক বিএডিসি'র বিদ্যমান সক্ষমতা বাড়িয়ে দেশের ভেতরে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পাটবীজ উৎপাদনের একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও সভা করে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চার বছর মেয়াদী এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশের আরো ১২টি জেলায় ১২টি নতুন পাটবীজ চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন স্থাপন করা হবে। একইসঙ্গে ২০২৬-২৭ উৎপাদনবর্ষ হতে ২০২৯-৩০ উৎপাদনবর্ষের মধ্যে ধাপে ধাপে পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। এবং বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০ মে.টন হতে বৃদ্ধিপূর্বক ৫০০০ মে.টন এ উন্নীত করা হবে। উল্লেখ্য, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৬-২৭ সালে ২২১০.০০ মে.টন, ২০২৭-২৮ সালে ৩১৫০.০০ মে.টন, ২০২৮-২৯ সালে ৪৪০০.০০ মে.টন এবং ২০২৯-৩০ সাল হতে স্থায়ীভাবে ৫০০০.০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদনকল্পে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিএডিসি'র মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পাটবীজ উৎপাদন করা হলে একদিকে যেমন আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে তেমনি কৃষকরাও গুণগতমানসম্পন্ন পাটবীজ স্বল্পমূল্যে প্রাপ্তিতে সক্ষম হবে। এটি দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

অফিস ব্যবস্থাপনা ও নথি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

গত ১৯ মে ২০২৬ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অফিস ব্যবস্থাপনা ও নথি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পাদিত হয়।

অফিস ব্যবস্থাপনা ও নথি ব্যবস্থাপনার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্রীয় বা সংস্থার স্বার্থ সংরক্ষণ করে জনগণকে আমাদের আইনানুগ সেবা প্রদান করতে হবে। সে বিষয়ে সকলকেই আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।

নথি ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, দাপ্তরিক কর্মসম্পাদনে আমাদেরকে সাবলীলভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নথি উপস্থাপন করতে হবে। নথি বিলম্বে উপস্থাপন করার মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। প্রাপ্ত পত্রের বিষয়ের ওপর কোন নথি উপস্থাপন করতে হলে বিষয়, পত্রের রেফারেন্স (বিবেচ্য পত্র), পত্রে বর্ণিত বিষয়ের বিপরীতে মতামতসহ সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব উল্লেখ করে নথি উপস্থাপন করতে হবে।

নথিতে উপস্থাপিত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সম্যকভাবে অবহিত করতে বিষয়টির ওপর যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ তুলে ধরতে হবে। একইসঙ্গে চুম্বক অংশ (মূল কথা/প্রস্তাব) উল্লেখ করতে হবে। শুধু দায়সারাভাবে নথি উপস্থাপনের বিষয়টি পরিহার করে আমাদেরকে আরো পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে মর্মে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সম্মেলন কক্ষে অফিস ব্যবস্থাপনার ওপর আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

এমওপি সার আমদানির ক্ষেত্রে বিএডিসি এবং রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি নবায়ন

রাশিয়া হতে এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম। এ সময় কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসি'র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন

দেশের কৃষকদের নিকট যথাসময়ে মানসম্পন্ন নন-ইউরিয়া সার সরবরাহপূর্বক নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় বিভিন্ন দেশ হতে নন-ইউরিয়া সার আমদানি করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় রাশিয়ার Prodintorg এবং বিএডিসি'র মধ্যে সম্পাদিত Letter of Agreement অনুযায়ী প্রতিবছর পৃথক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া হতে এমওপি সার আমদানি করা হচ্ছে।

রাশিয়া হতে এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম এবং রাশিয়ার Prodintorg এর প্রতিনিধি

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে রাশিয়া হতে ৫.৯৫ লক্ষ মে.টন মিউরিয়েট অব পটাশ (এমওপি) সার আমদানির জন্য ২৪ মে ২০২৬ তারিখে Prodintorg এবং বিএডিসি'র মধ্যে বিদ্যমান চুক্তি নবায়ন করা হয়। রাজধানীর এক হোটেলে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিএডিসি'র অন্যান্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

জি টু জি পদ্ধতিতে মরক্কো হতে টিএসপি এবং ডিএপি সার আমদানির জন্য বিএডিসি এবং মরক্কোর মধ্যে চুক্তি নবায়ন

দেশের কৃষকদের নিকট যথাসময়ে মানসম্পন্ন নন-ইউরিয়া সার সরবরাহ এবং সারের নিরাপদ মজুদ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় বিভিন্ন দেশ হতে নন-ইউরিয়া সার আমদানি করে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মরক্কো হতে যথাক্রমে ৭.৫০ লক্ষ মে.টন টিএসপি (নিশ্চিত ৪.৫০ লক্ষ + ঐচ্ছিক ৩.০০ লক্ষ) এবং ৫.৬০ লক্ষ মে.টন ডিএপি (নিশ্চিত ৩.২০ লক্ষ + ঐচ্ছিক ২.৪০ লক্ষ) সার আমদানির বিষয়ে গত ২৫ জুন ২০২৬ তারিখে বিএডিসি এবং মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস এস.এ এর মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মরক্কোর বন্দর নগরী কাসাব্লাঙ্কায় সম্পাদিত এ চুক্তিতে বিএডিসি'র পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মোঃ আজিজুল ইসলাম। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ, মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস এর সিইও এবং দুই দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মরক্কো হতে টিএসপি ও এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসিতে স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অধিকতর শৃঙ্খলা আনয়নে সভা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র বিদ্যমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও অধিকতর শৃঙ্খলা আনয়নে কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭ মে ২০২৬ তারিখে সংস্থার উইং প্রধান ও বিভাগ প্রধানদের সমন্বয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম বলেন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিএডিসিতে কর্মরত সকলকে অধিকতর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, কৃষির অত্যাবশকীয় উপকরণসমূহ কৃষকদের নিকট আরো কার্যকরভাবে সরবরাহে বিএডিসি কাজ করে যাচ্ছে।

বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র বীজ কৃষক পর্যায়ে আরো সমাদৃত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় অনুসরণীয় নির্দেশনা সম্বলিত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। যা অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এছাড়া যথাসময়ে সার সরবরাহ, সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষক পর্যায়ে বিক্রয়, অবৈধ মজুদ ও পাচার রোধে সার বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী আগমনী বার্তা দাখিল, রেজিস্টার সংরক্ষণ ও বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। একইসঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পিপিআর ২০২৫ এবং অন্যান্য আর্থিক শৃঙ্খলা অনুসরণ করে কার্যক্রম সম্পাদনেও গুরুত্বারোপ করেন।

কৃষকদের নিকট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নির্দেশনা

কৃষি ও কৃষি উপকরণ অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। কৃষি উপকরণই কৃষি ব্যবস্থাকে করে তোলে সুসংহত ও সমৃদ্ধ। আর এই কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরো অত্যাবশ্যক।

কৃষকরা কৃষিকে তার সন্তানের মতই ভালবাসে। কৃষি ঘিরেই তাদের চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও সুখ-দুঃখ। তাই কৃষকরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের সর্বস্ব পুজি বিনিয়োগ করে ফসল উৎপাদনে। আর এই ফসল উৎপাদনে বীজ যেন এক জীবন্ত উপকরণ। সাধারণ বীজের তুলনায় মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করলে ফসলের ফলন কমপক্ষে ১৫-২০% বৃদ্ধি পায় বলে এক গবেষণায় পাওয়া গেছে।

সুতরাং কৃষকের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণে ফসল উৎপাদনে মানসম্পন্ন বীজ যেন একটি মোক্ষম হাতিয়ার। আর দেশের কৃষকদের নিকট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের কাজটি বলা যায় বিএডিসি এককভাবেই সম্পাদন করে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে বিএডিসি'র রয়েছে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

বিএডিসি'র যশোর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের আওতায় উৎপাদিত ধানবীজ

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম যোগদানের পর থেকেই চলমান কার্যক্রমকে আরও বেগবান এবং সুসংহত করে তোলার লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়টিও যেন তাঁর দাপ্তরিক চিন্তা ভাবনার একটি অনুষঙ্গ। এরই ধারাবাহিকতায় বীজ উৎপাদন হতে শুরু করে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে যথাসময়ে কার্যকরভাবে সরবরাহের বিষয়টি প্রতিফলিত হলো একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে। অফিস আদেশের ধাপওয়ারী নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ বিএডিসি'র অভিলক্ষ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিএডিসি উন্নত ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেও সম্প্রতি কয়েকটি স্থানে বোরো ধান বীজে সংমিশ্রণে কৃষি ও কৃষকের ব্যাপক ক্ষতির খবর প্রকাশিত হওয়ায় বিএডিসি'র সুনাম বিনষ্ট হয়েছে। মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ধাপ ও নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবেঃ-

(০১) বীজ উৎপাদন পর্যায়েঃ

(ক) নিজস্ব খামার পর্যায় (ভিত্তি বীজ উৎপাদন):

i. গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে মৌল বীজ প্রাপ্তির সাথে সাথেই বীজে কোনো মিশ্রণ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে বীজ বপন করতে হবে।

ii. পূর্ববর্তী মৌসুম/বছরে মাটিতে থাকা Dormant seed এর অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে সৃষ্ট মিশ্রণ এড়ানোর জন্য বীজতলা ও ফসলের মূল প্লটে প্রতি বছর একই জাত একই প্লটসমূহে বপন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। শতভাগ রগিং (বিজাত বাছাই) নিশ্চিত করতে হবে।

iii. কর্তন ও কর্তন-পরবর্তী সময়ে মিশ্রণ এড়ানোর জন্য জাত পরিবর্তনের সময় যন্ত্রাদি, সংগৃহীত খালি বস্তা, সানিং ফ্লোর, গ্রেডার মেশিন পরিষ্কার নিশ্চিত করতে হবে এবং একই ট্রাকে একটি মাত্র জাত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি জাতের বীজ শেষ করে পরবর্তী জাতের বীজ সংগ্রহ এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

iv. খামারে কর্মসূচি বহির্ভূত কোনো বীজ উৎপাদন প্লট থাকতে পারবে না।

(খ) চুক্তিবদ্ধ চাষি পর্যায় (প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ):

i. যে এলাকায় যে ফসল ও জাতের বীজ ভালো উৎপাদন ও বিক্রয় হয়, সে এলাকায় সেই ফসলের বীজ উৎপাদন কর্মসূচি প্রদান করতে হবে।

ii. মিশ্রণমুক্ত বীজ ও গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং পরিদর্শনের সুবিধার্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চাষ না করে যথাসম্ভব একই মাঠে/এলাকায় স্কিমসমূহ Compact আকারে সংশ্লিষ্ট বীজের হাব সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থাৎ Compact Area Approach এ চাষ করতে হবে।

iii. Compact Area Approach এ Primary Procurement Center ঘোষণা করে ভিত্তিবীজ সেখানে পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে নিজস্ব ট্রাকে উৎপাদিত প্রত্যয়িত ও মানঘোষিত বীজ সংগ্রহ করা, যাতে বাজারের কোনো নিম্নমানের বীজ অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

iv. Compact Area তে জমিওয়ারী প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সাথে তিনশত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চাষযোগ্য জমি ও বীজের গুণগতমানের নিশ্চয়তা সংক্রান্ত ক্লজ অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চাষিদের সাথে চুক্তিবদ্ধ জমির বাইরে অন্য কোন পন্থায় বীজ সংগ্রহ এবং মধ্যস্বত্বভোগী সিন্ডিকেটের সংশ্লিষ্টতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে।

v. স্কিমগুলো শতভাগ রগিং (বিজাত বাছাই) নিশ্চিত করতে হবে।

vi. Harvesting, sunning, grading, gunny bag cleaning এবং truck loading-এর সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে বিভিন্ন জাতের মিশ্রণ না হয়।

(গ) বীজ নমুনা প্রেরণ ও গ্রহণ প্রক্রিয়া: বিভিন্ন উৎপাদন উৎস থেকে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পাঠানো বীজের সকল বস্তার গায়ে বীজের জাত ও শ্রেণি উল্লেখসহ ট্যাগ কার্ড প্রদান এবং পাকা চালানের মাধ্যমে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন উৎপাদন উৎস হতে ট্রাকে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বীজের প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা সংগ্রহ, সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বীজের গুণগত মান নিশ্চিত হয়ে কেন্দ্রে নামাতে হবে। ট্রাক হতে বীজ নামানোর সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যাগ-টু-ব্যাগ যাচাইপূর্বক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে গুদামে বীজ গ্রহণ করবেন।

(০২) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়:

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে বীজ গ্রহণ এর সময় জাতভিত্তিক লট/খামাল (প্রয়োজনে পৃথকীকরণ সীমানা/ ব্যারিয়ার স্থাপনা) দিতে হবে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (ISTA) অনুসরণ করে বীজের লট প্রস্তুত করতে হবে, যাতে SCA এবং STL সঠিকভাবে স্যাম্পল সংগ্রহ করতে পারে। যেমন ধান ও গম বীজের ক্ষেত্রে লট সাইজ হবে সর্বোচ্চ ৩০ মে. টন এবং দুটি ভিন্ন জাতের মধ্যে পর্যাপ্ত দুরত্ব রাখতে হবে। লট আইডেন্টিফিকেশন কার্ড সবসময় হালনাগাদ রাখতে হবে। গুদামের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে মেগা জাতসমূহের ক্ষেত্রে এক গুদামে এক জাত নীতি অনুসরণ করতে হবে। লট ভেঙে বীজ প্যাকিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থেকে প্যাকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করতে হবে। একই সময়ে পাশাপাশি দুইটি ভিন্ন জাতের বীজ প্যাকিং করা যাবে না, যাতে জাত মিশ্রণের সম্ভাবনা রোধ করা যায় এবং বীজের গুণগত মান বজায় থাকে।

উৎপাদনের সকল ইউনিট থেকে বিভিন্ন ফসল ও জাতের বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে একই সাথে আসে এবং সেখানে আনলোডিং, গ্রেডিং, ড্রায়িং, লটিং, রিলটিং এবং বিতরণের পূর্বে লটসমূহ ভেঙ্গে ফসল ভেদে ছোট ছোট প্যাকেট (১, ২, ১০, ২০ কেজি) করা, ওজন ও সেলাইপূর্বক বিপণন কেন্দ্রে প্রেরণের নিমিত্ত গাড়ি লোড দিয়ে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করতে হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্তব্য কর্মে অবহেলা ও অসাবধানতার কারণে উক্ত যে কোন পর্যায়ে বীজের মিশ্রণ ও গুণগতমানের অবনতি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। টেন্ডারের মাধ্যমে বিএডিসি'র জন্য বস্তা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অসাধু চক্রের অনুপ্রবেশ বন্ধে প্রতিটি বস্তায় QR কোড প্রবর্তন করার উদ্যোগ নিতে হবে। সংগ্রহকাল শেষে কোন বীজ/শস্য বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে প্রবেশ করলে তার দায়িত্বভার সংশ্লিষ্ট বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এর উপর বর্তাবে। বীজ শিফটিং এর ক্ষেত্রে বীজের মান খারাপ হলে প্রেরণ ও গ্রহণকারী উভয়েই দায়ী থাকবেন। বীজ উৎপাদন খামার, ক. গ্রো., বীউ, আপদকালীন মজুদ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বীজ বিপণন কেন্দ্রসমূহে আবশ্যিকভাবে রেকর্ড রেজিস্টার মেইনটেন করতে হবে ও তা নিরীক্ষা ও সুপারভিশনের জন্য

বিএডিসি'র ঠাকুরগাঁও বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদিত গমবীজ

সংরক্ষণ করতে হবে।

(০৩) বীজ বিপণন পর্যায়:

আঞ্চলিক/ ট্রানজিট বীজ গুদামে বীজ পৌঁছানোর পর জাতভিত্তিক পৃথক পৃথক লটে রাখতে হবে। অসাধু ডিলারগণ যাতে বিএডিসি'র বীজ রিপ্যাকিং অথবা বিএডিসি'র নামে নিম্নমানের বীজ প্যাকিং করতে না পারে, সে লক্ষ্যে বীজ বিপণন বিভাগ কর্তৃক ডিলার পর্যায় কঠোর নজরদারিসহ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

এমতাবস্থায়, প্রত্যকটি বীজ উৎপাদন খামার, ক. গ্রো., বীউ, আপদকালীন মজুদ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বীজ বিপণন কেন্দ্রের নিজস্ব দপ্তরের সার্বিক কাজের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পরবর্তী ০৫ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সদর কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। উপর্যুক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় অসদাচরণ, অদক্ষতা, কর্তব্য কর্মে অবহেলা ও বিএডিসি'র স্বার্থ হানিকর কর্ম হিসেবে গণ্য হবে।

হাইব্রিড ভুট্টার সাফল্যে চাঙা ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষি অর্থনীতি

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শিবগঞ্জ পূর্ব পারপূগী গ্রামে বিএডিসি হাইব্রিড ভুট্টা-৩ ফসলের ক্রপ কাটিং এবং মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার যুগ্মপরিচালক (বীজ পরিক্ষাগার) ড. মোঃ নাজমুল ইসলাম

মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনপূর্বক সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করে বিশুদ্ধ বীজ দেশের কৃষকদের নিকট সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিএডিসি'র রয়েছে এক গৌরবান্বিত উজ্জ্বল অধ্যায়। বিএডিসি'র বীজ হয়ে উঠেছে কৃষকদের নিকট আস্থার ও বিশ্বাসের ভান্ডার। সুতরাং ফসল উৎপাদনের মৌসুম আসামাত্রই কৃষকরা বিএডিসি'র বীজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বিএডিসি মোট ৮টি ফসলের বীজ উৎপাদন করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে দানাদার জাতীয় ফসল। দানাদার ফসল হলো ধান, গম ও ভুট্টা। বীজ ও উদ্যান উইং এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের অধীনে দানাদার জাতীয় ফসল উৎপাদন করা হয়।

দানাদার জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদনে চলমান প্রকল্পের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শিরোনামে বাস্তবায়িত হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ ২০২৫ হতে জুন ২০২৯ পর্যন্ত মেয়াদে যথাক্রমে ১৩৬০০০ মে.টন ভুট্টা বীজ উৎপাদন/সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ২০০ মে.টন ভুট্টা বীজ সংগ্রহের বিপরীতে ১৯৬.০০ মে.টন ভুট্টা বীজ উৎপাদন/সংগ্রহের কার্যক্রমটি সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

চলতি উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি'র ভুট্টা বীজ ব্যবহার করে ভুট্টা ফসলের উৎপাদনে রয়েছে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। চাষীরা হয়েছে আর্থিকভাবে অনেক উপকৃত এবং হয়েছে উল্লসিত।

ঠাকুরগাঁওয়ের শিবগঞ্জের পারপূগী গ্রাম এখন কৃষকের সাফল্যের গল্পে ভরপুর। বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে কৃষকের পরিশ্রমের সুফল পাকা ভুট্টা দোল খাচ্ছে। অনুকূল আবহাওয়া ও উন্নত জাত ব্যবহারের কারণে এ বছর জেলায় বিএডিসি হাইব্রিড ভুট্টা-৩ (বি-৩৩৫৫) জাতের বাম্পার ফলন হয়েছে। একই সঙ্গে বাজারদর স্থিতিশীল থাকায় কৃষকের আয়ও বেড়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি এনেছে।

গত ০৫ মে ২০২৬ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার শিবগঞ্জ পূর্ব পারপূগী গ্রামে উচ্চফলনশীল এই জাতের প্রচার ও প্রসারে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যোগে মাঠ দিবস ও 'ক্রপ কাটিং' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দুই শতাধিক কৃষক সরাসরি অংশ নিয়ে নতুন জাতের ফলন ও সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএডিসির মহাব্যবস্থাপক (বীজ) মো. আবির হোসেন বলেন, কৃষকের দোরগোড়ায় উন্নতমানের বীজ পৌঁছে দিতে বিএডিসি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। হাইব্রিড ভুট্টা-৩ জাতটি কৃষকের ভাগ্য বদলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মাঠ দিবস ও ক্রপ কাটিং অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শিবগঞ্জ পূর্ব পারপূগী গ্রামে বিএডিসি হাইব্রিড ভুট্টা-৩ জাত সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে অবহিত করছেন প্রকল্প পরিচালক (বীউ) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির

দেশ ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে -বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

দেশ ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্পের কাজের গুণগতমান শতভাগ নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মোঃ আজিজুল ইসলাম।

৯ জুন ২০২৬ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও নথি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকসহ সংস্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন , কোন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম পূর্বশর্ত হল উত্তম পরিকল্পনা। এজন্য প্রতি অর্থবছরে যেসব কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্বক অর্থবছরের শুরুতেই সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। একইসঙ্গে আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয়-অপব্যয় না করে স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধতার সাথে ব্যয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকদের সতর্ক ও উদ্যোগী হতে হবে। শুধু তাই নয়, যেকোন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের (উন্নয়ন সহযোগী) মধ্যে চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর চুক্তিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রম সমাপ্তকল্পে ঠিকাদারের কাছ থেকে শুরুতেই এর কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সুনিবিড়ভাবে তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।

এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের ডিপিপি এবং পিপিআরসহ অন্যান্য আর্থিক শৃঙ্খলার উপর পরিমিত এবং সম্যক জ্ঞান প্রকল্প পরিচালকদের থাকতে হবে। খেয়াল খুশির বশে প্রকল্পের সুফল ও উন্নয়ন পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ কোনক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না। সরকারের গৃহীত কৌশল ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকল ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে গুরুত্বারোপ করেন।

জাতীয় ফল মেলা ২০২৬ এ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

(৩ পৃষ্ঠার পর)

জনসাধারণের নিকট আরো সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের ফল মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত ১৮ জুন ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় মাননীয় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ "জাতীয় ফল মেলা ২০২৬" উদ্বোধন করেন। এবারের জাতীয় ফল মেলার প্রতিপাদ্য ছিল: "করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস"।

ফল মেলা উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম এর নির্দেশনায় বিএডিসি'র একটি স্টল স্থাপন করা হয়। মেলায় প্রচলিত-অপ্রচলিত, বিলুপ্ত প্রায়, নতুন ও সম্ভাবনাময় বাণিজ্যিক নানা জাতের, স্বাদের ও বর্ণের ফলের সমারোহে বিএডিসি'র স্টল অনন্য সাজে সজ্জিত হয়েছিলো। স্টলে ১৪২টি জাতের ফল প্রদর্শিত হয়। উদ্বোধনী দিনে বিএডিসি'র স্থলটি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। এ বছর "জাতীয় ফল মেলা ২০২৬" এ বিএডিসি সরকারি ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

বিএডিসি স্টলে বিভিন্ন সেচ প্রযুক্তির মডেল প্রদর্শন করা হয়। দেশের অঞ্চল অনুযায়ী যে অঞ্চলে যে ফল উৎপাদন হয় তার মডেল প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন প্রকার আমের মধ্যে বিএডিসি'র নামে ছাড়কৃত জাত বিএডিসি আম-১, বিএডিসি আম-২, বিএডিসি আম-৩, বিএডিসি আম-৪, বিএডিসি আম-৫, বিএডিসি আম-৬সহ চিনাইল, চাপালিশ এবং বিলিম্বিসহ বিভিন্ন উদ্যান ও এএসসিতে উৎপাদিত উন্নতমানের ফলসমূহ প্রদর্শিত হয়।

বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধার অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিশিষ্ট বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে "কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত। বিএডিসি'র মাধ্যমে উৎপাদিত মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে অত্যন্ত সমাদৃত। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে ফসলের ফলন প্রায় ১৫-২০% বৃদ্ধি পায় মর্মে এক গবেষণায় দেখা গেছে এবং বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয়/সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএডিসিই বীজ উৎপাদনপূর্বক কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করে থাকে। ফলে বিদ্যমান বীজ সরবরাহ কার্যক্রমকে আরো জোরদারকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হলো ৭৫টি বীজ সংরক্ষণগার নির্মাণ, ২১টি উপজেলায় বীজের বাজার ব্যবস্থাপনা যাচাই ও কৌশল নির্ধারণ, ৪৩০০ জন বীজ ডিলারদের প্রশিক্ষণ, বীজ গবেষণাগারের সরঞ্জামাদি ক্রয় ইত্যাদি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৫টি বীজ সংরক্ষণগার নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলমান রয়েছে। ১১টি বীজ গুদাম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর গত ১০ জুন ২০২৬ তারিখে "Reviewing Seed Market Management System and Determination of Strategic Plan of Crop Seed Distribution for Seed Marketing Through Marketing Channel" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ সদর দপ্তরস্থ বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম। কর্মশালায় কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ কী-নোট পেপার উপস্থাপনে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রমের ওপর একটি সম্যক ধারণা প্রদান করেন। একইসঙ্গে বিদ্যমান বীজ সরবরাহ কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত এবং দ্রুততার সহিত সম্পাদনে চিহ্নিত সীমাবদ্ধতা, সমস্যা ও উত্তরণে সুপারিশ তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম বলেন যে, দেশের সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাপনায় বিএডিসি'র ভূমিকা অনবদ্য ও অনস্বীকার্য। বিএডিসি ও কৃষি ব্যবস্থাপনার অনেকটা যেনো একে অন্যের পরিপূরক। আর এই কৃষি ব্যবস্থাপনার মূল কারিগর হলো কৃষকরা। কৃষকরাই আমাদের মৌল মানবিক চাহিদার শীর্ষে থাকা খাদ্য চাহিদা পূরণে প্রাণপণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ফলে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিএডিসিতে কর্মরত সকলকে নিরলস হয়ে অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, সারা দেশের কৃষকের জন্য ফসলওয়ারি প্রকৃত চাহিদা সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং সে অনুযায়ী মৌসুমভিত্তিক বীজ উৎপাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বীজ উৎপাদনের পর বীজের শুদ্ধতা নিশ্চিতে সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি বীজ উৎপাদন থেকে কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ পর্যন্ত জারিকৃত পরিপত্রে বর্ণিত সমুদয় বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। আর এতেই বিএডিসি'র বীজের শুদ্ধতা ও গুণগতমান পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হবে।

বীজ উৎপাদনের পর কৃষক পর্যায়ে ডিলারদের মাধ্যমে বীজ সরবরাহের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডিলারদের নিকট বীজ সরবরাহের পর ডিলারদের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বীজ বিক্রির বিষয়টি আরো কঠোরভাবে মনিটরিং ও তদারকি করতে হবে। ডিলাররা যাতে কোনরূপ কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে এবং সরকারের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল অনুযায়ী দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার পরিচয় দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, বিএডিসি নির্দেশনা প্রদান করেন।

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে প্রথমবারের মতো দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ

আধুনিক ও স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় মানসম্পন্ন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ (এন-৫৩ ও বারি-৫ জাতের) উৎপাদনে প্রথমবারের মতো দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে দু'টি মৌসুমে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। একটি শীতকালীন এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালীন।

শীতকালীন মৌসুমে সারা দেশের কৃষকদের পেঁয়াজ বীজের চাহিদা প্রায় ১১০০-১২০০ মে.টন। চাহিদার বিপরীতে বিএডিসি গড়ে প্রতি বছরে প্রায় ২০-৩০ মে.টন শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ সরবরাহ করে থাকে। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমেও আমাদের দেশের কৃষকরা পেঁয়াজ উৎপাদনে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। মূলত গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে বিএডিসি'র মাধ্যমে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করা হয় না। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ আমদানিপূর্বক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রণোদনা আকারে কৃষকদের নিকট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

কৃষকদের নিকট গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে কমিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ফরিদপুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের আওতায় পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

এরই ধারাবাহিকতায় আগামী তিন অর্থবছরে দেশের ভেতরেই বিএডিসি ১১০ মে.টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে বিএডিসি আগামী উৎপাদন মৌসুমে ৩০-৪০ মে.টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সংস্থার মোট ২৩টি খামারে এন-৫৩ ও বারি-৫ জাতের পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করা হবে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিএডিসি জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম জানান যে, প্রথমবারের মতো গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করার বিষয়টি একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জিং তেমনি অন্যদিকে বিএডিসি'র জন্য একটি বড় অর্জন। কৃষকদের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের চাহিদা থাকায় সরকারি পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বিএডিসিকেই এ চ্যালেঞ্জে সফল হতে হবে। ইতোমধ্যে সকল বিভাগ ও খামারের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও সভা করে এ লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বীজ বপন থেকে শুরু করে মাড়াই (হারভেস্ট) পর্যন্ত সমুদয় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনসহ সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রদানের জন্য মনিটরিং ও সুপারভিশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান, বিএডিসি আরো বলেন যে, পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন কার্যক্রম অত্যন্ত সংবেদনশীল, কলাকৌশল নির্ভর এবং Highly Cross Pollinated হওয়ায় কৃষকদের নিকট মানসম্পন্ন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে সমুদয় পদক্ষেপ কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে হবে। বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করার বিষয়ে কোনরূপ ছাড় দেয়া হবে না মর্মেও চেয়ারম্যান, বিএডিসি গুরুত্বারোপ করেন।

গ্রীষ্মকালে বিএডিসি'র মাধ্যমে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করা হলে একদিকে যেমন আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে তেমনি কৃষকরাও আরো গুণগতমানসম্পন্ন পেঁয়াজ বীজ স্বল্পমূল্যে প্রাপ্তিতে সক্ষম হবে। এটি দেশের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

বাষ্প তাপ প্রয়োগ (VHT) পদ্ধতিতে নিরাপদ ও পোকামাকড়মুক্ত আমসহ অন্যান্য ফল ও সবজির মান নিশ্চিত করে রপ্তানির ক্ষেত্রেও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে বিএডিসি

আমকে বলা হয় ফলের রাজা। আম নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কবিতা, গল্প। বিশেষ করে পল্লীকবি জসিম উদ্দিন কর্তৃক রচিত মামার বাড়ি কবিতার "ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ" এই পঙ্‌তি আজও আমাদের শৈশব স্মৃতিতে ফিরে নিয়ে যায়। আসলে আম আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে। বিশেষ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস এলেই আমরা গভীর মমতায় আমকে উপলব্ধি করি। আমের রস এবং স্বাদকে উপভোগ করতে সবাই উদগ্রীব থাকি। এখনো দেশের অনেক অঞ্চলে একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে। সেটি হলো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে মেয়ের জামাইকে দাওয়াত দিয়ে আম-দুধের সমাহার ঘটিয়ে জামাইকে অ্যাপায়ন করা বা জামাইকে খুশি করা। তাই আম আমাদের শৈশব স্মৃতি, আবেগ ও মেহমানদারীরও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের প্রায় ৮০০ প্রজাতির আম উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বাণিজ্যিকভাবে চাষ হওয়া জনপ্রিয় জাতের আম রয়েছে প্রায় ২৭০ টিরও বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫-২৭ লক্ষ মে.টন আম উৎপাদিত হয়ে থাকে (সূত্রঃ বাসস)। বাংলাদেশের উৎপাদিত আমের চাহিদা আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ। দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছানোর পথে দীর্ঘদিন ধরেই একটি অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা হলো ফলমাছি ও অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ। ফলে বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যে মানদন্ডটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন তা হলো নিরাপদ, ফলমাছি ও জীবাণুমুক্ত ফল ও সবজি।

সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির এক নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট (VHT)। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমসহ বিভিন্ন সতেজ ফল-মূল ও শাকসবজি দীর্ঘসময় নিরাপদ, জীবাণুমুক্ত এবং রপ্তানিযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

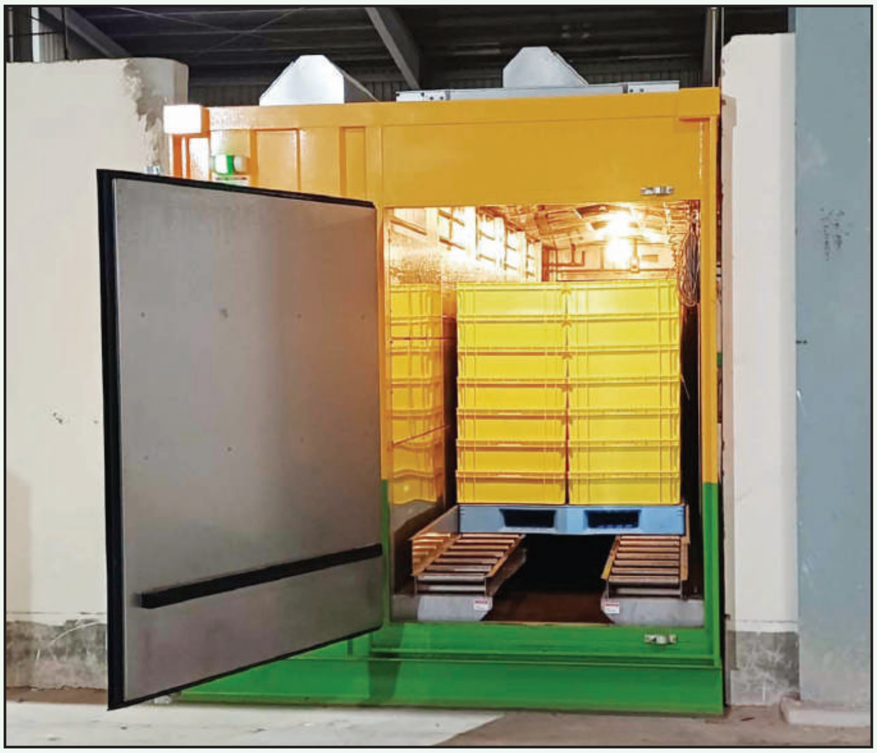

প্রকল্পের আওতায় ভিএইচটি প্লান্টের মেশিন

আর এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ও চলমান কার্যক্রম এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার গাবতলীতে তাপ প্রয়োগ প্রযুক্তি স্থাপন প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া রপ্তানি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১টি অটো কনভেয়ার প্যাকেজিং লাইন এর মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক মানসম্মতভাবে মোড়কীকরণ এর উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

উক্ত প্লান্টে বাষ্প তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবারে ৩ মে.টন আম/সবজি ট্রিটমেন্ট করা যায়। ট্রিটমেন্ট পরবর্তী ৩০ মিনিট সময় পর্যন্ত পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে শুকানো হয় যাতে করে ফল বা সবজির ভেতর থাকা পোকামাকড়, ডিম, লার্ভা ও রোগজীবাণু ধ্বংস হয়। পাশাপাশি এর ফলে আমের রং উজ্জ্বল হয় এবং এর সেল্ফ লাইফ ৮-১০দিন বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং রপ্তানিকারকরা বর্ণিত প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানায়, ইতোমধ্যে বাষ্প তাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে প্রায় ৩ মে.টন আম এর ট্রিটমেন্ট কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। আরও বিভিন্ন পরিসরে আম ছাড়াও কমলা, মাল্টা, লেবু, বরই, লিচু, আনারস, পেয়ারা, ড্রাগন ফল এবং বিভিন্ন সবজির (আলু, পেঁপে, টমেটো, শসা ও কুমড়া) ওপর ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানানো হয়।

দেশে উৎপাদিত আমসহ অন্যান্য ফল ও সবজির মান সুনিশ্চিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশে রপ্তানির বিষয়টির ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। বর্ণিত কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে সমাদৃত ও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও টেকসই করার প্রয়োজনীয়তা আছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ: বাংলাদেশের সবুজ বিপ্লবের রূপরেখা

ড. মোঃ মোজাফফর হোসেন, ব্যবস্থাপক (উদ্যান) বিএডিসি, ঢাকা

বাংলাদেশের সবুজ বিপ্লবের রূপরেখা জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় এক ঐতিহাসিক জাতীয় আন্দোলনের সম্ভাবনা, বাংলাদেশ আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাব, অন্যদিকে দ্রুত নগরায়ণ, বনভূমি ধ্বংস, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, বায়ুদূষণ ও কৃষিজমির অবক্ষয় সব মিলিয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য মারাত্মক ঝুঁকির মুখে। এই বাস্তবতায় সরকার ঘোষিত "৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ" কর্মসূচি কেবল একটি বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ নয়; এটি হতে পারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরিবেশ-অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্জাগরণ আন্দোলন। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, খরা, অতিবৃষ্টি, তাপদাহ ও বায়ুদূষণ এখন জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা এবং ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো শহরগুলো ক্রমেই পরিবেশগত চাপে বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে। এই সংকটে গাছই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর ও প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ বছরে গড়ে ২০-২৫ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে এবং ১০০-১২০ কেজি পর্যন্ত অক্সিজেন উৎপাদন করতে সক্ষম। অর্থাৎ, যদি ২৫ কোটি গাছের মধ্যে ১৫-১৮ কোটি গাছও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকে, তাহলে বছরে প্রায় ৩০-৪৫ লাখ টন কার্বন শোষণ সম্ভব হবে। এটি বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন কৌশলে বিশাল অবদান রাখবে। গাছ কেবল পরিবেশ রক্ষা করে না; এটি অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের সাথেও গভীরভাবে যুক্ত। ফলদ গাছ মানুষের পুষ্টি নিশ্চিত করে, বনজ গাছ কাঠ ও শিল্পের কাঁচামাল দেয়, ঔষধি গাছ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে গাছ ছায়া দেয়, মাটির উর্বরতা বাড়ায়, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষা করে এবং শহরের "হিট আইল্যান্ড" প্রভাব কমায়। বাংলাদেশে বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় অত্যন্ত কম। মোট ভূমির মাত্র ১৪-১৫ শতাংশ এলাকায় বনভূমি রয়েছে, যেখানে জাতিসংঘের সুপারিশ অনুযায়ী কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। অবৈধ দখল, পাহাড় কাটা, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে বন উজাড় ক্রমেই বাড়ছে। তাই নতুন করে বৃহৎ পরিসরে বৃক্ষরোপণ এখন সময়ের দাবি।

এই কর্মসূচির সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে জনগণের অংশগ্রহণ। ধরা যাক, বছরে ৫ কোটি গাছ লাগাতে ৫০ লাখ মানুষ অংশ নেয় তাহলে প্রত্যেকে বছরে মাত্র ১০টি গাছ লাগালেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। অর্থাৎ, সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা থাকলে এটি কোনো অসম্ভব লক্ষ্য নয়। তবে শুধু গাছ লাগালেই হবে না, গাছ বাঁচানোই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে অতীতে বহু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচর্যার অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই "Survival First Strateg" গ্রহণ করা জরুরি। এজন্য "এক ব্যক্তি এক গাছের দায়িত্ব", ইউনিয়নভিত্তিক সবুজ কমিটি, সামাজিক বনায়ন, GPS ট্যাগিং, ডিজিটাল মনিটরিং ও স্কুলভিত্তিক Tree Guardianship চালু করা যেতে পারে।

One Child One Tree ("এক শিশু, এক গাছ") ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ বাংলাদেশ গড়ার জাতীয় আন্দোলন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "One Child One Tree" কর্মসূচি এই উদ্যোগকে জাতীয় সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে পারে। প্রতিটি শিশুর নামে একটি গাছ লাগানো হলে শিশুর সঙ্গে গাছের আবেগীয় সম্পর্ক তৈরি হবে। শিশুরা গাছের পরিচর্যা করবে, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং ভবিষ্যতে একটি "Climate Smart Generation" গড়ে উঠবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২৫-৩০ লাখ শিশু জন্মগ্রহণ করে। সেই হিসাবে আগামী ৫ বছরে দেশে সম্ভাব্য প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ থেকে ১ কোটি ৫০ লাখ নবজাতক জন্ম নেবে। যদি প্রতিটি নবজাতকের নামে বাবা-মা অন্তত একটি করে গাছ রোপণ করা করে, তাহলে শুধু "One Child One Tree" কর্মসূচির মাধ্যমেই ৫ বছরে ১ কোটির বেশি গাছ যুক্ত করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নয়; বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে প্রকৃতির আবেগীয় সম্পর্ক তৈরির এক যুগান্তকারী উদ্যোগ হতে পারে। জন্মের পর শিশুর নামে একটি গাছ রোপণ করা হলে সেই গাছ হয়ে উঠতে পারে শিশুর বেড়ে ওঠার জীবন্ত স্মারক। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছও বড় হবে যা পরিবারে পরিবেশ সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করবে। "এক নবজাতক, এক গাছ" ধারণাটি পরিবারভিত্তিক সবুজ সম্পদ কর্মসূচিতেও রূপ নিতে পারে। বিশেষ করে কাঁঠাল, আম, নারিকেল, লিচু, জাম, কদবেল কিংবা ঔষধি গাছ লাগানো হলে ভবিষ্যতে এটি পরিবারকে ফল, পুষ্টি, ছায়া ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে পারবে। অর্থাৎ একটি গাছ ভবিষ্যতে একটি শিশুর "সবুজ সম্পদ" হিসেবে কাজ করবে। সরকার চাইলে জন্ম নিবন্ধনের সাথে বৃক্ষরোপণকে প্রতীকীভাবে যুক্ত করতে পারে। প্রতিটি নবজাতকের জন্য একটি "Tree ID" তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে থাকবে শিশুর নাম, গাছের প্রজাতি, রোপণের তারিখ, GPS Location এবং পরিচর্যার তথ্য। একটি জাতীয় "Green Bangladesh Digital Platform" চালু করা যেতে পারে, যেখানে পরিবারগুলো নিজেদের গাছের ছবি ও বৃদ্ধির তথ্য আপলোড করতে পারবে। পরিবেশবিদদের মতে, "One Child One Tree" হতে পারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরিবারভিত্তিক জলবায়ু আন্দোলন। কারণ এখানে সরকার, পরিবার, স্কুল, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও শিশু সবাই একসাথে যুক্ত হবে। "আজকের একটি গাছ, আগামী দিনের একটি জীবন। "এক নবজাতক, একটি গাছ, একটি পরিবার, একটি সবুজ বাংলাদেশ।

প্রবাসীদের সম্পৃক্ততায় বৈশ্বিক সবুজ আন্দোলনের সম্ভাবনা বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। এই বিশাল প্রবাসী জনগোষ্ঠী শুধু বৈদেশিক রেমিট্যান্সের উৎস নয়; তারা বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম বড় শক্তি। ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর জাতীয় কর্মসূচির সাথে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ত করা গেলে এটি একটি বৈশ্বিক সবুজ আন্দোলনে রূপ নিতে পারে। প্রবাসীদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক Climate Fund, NGO Partnership, Carbon Credit Program Ges University Collaboration সহজ হতে পারে। একই সঙ্গে প্রবাসীদের আবেগগত সংযোগও এই কর্মসূচির বড় শক্তি হতে পারে। অনেক প্রবাসীই নিজ গ্রামের জন্য, পিতা-মাতার নামে, স্কুল-মাদ্রাসা কিংবা মসজিদের জন্য স্মারক হিসেবে গাছ লাগাতে আগ্রহী হতে পারেন। এই প্রেক্ষাপটে "Global Bangladeshi Green Network" নামে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেতে

পারে। যেখানে প্রবাসীরা অনলাইনের মাধ্যমে গাছ স্পন্সর করতে পারবেন, নিজের গ্রামের জন্য সবুজায়নে অংশ নিতে পারবেন, এমনকি GPS ও ডিজিটাল ছবির মাধ্যমে নিজেদের গাছের অগ্রগতিও দেখতে পারবেন। "One Expat One Grove" বা "এক প্রবাসী, এক সবুজ বাগান" ধারণাটি প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি করতে পারে। একজন প্রবাসী চাইলে নিজের পরিবার বা গ্রামের নামে ১০০ থেকে ৫০০ গাছের ছোট সবুজ বাগান গড়ে তুলতে পারেন। "Green Remittance" ধারণাও চালু করা যেতে পারে। যেভাবে বৈদেশিক রেমিট্যান্স দেশে আসে, সেভাবেই গাছ, বন ও জলবায়ু তহবিলে সরাসরি অর্থ পাঠানোর সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি মাত্র ১০ লাখ প্রবাসী বছরে ১০০ ডলার সমপরিমাণ সহায়তা করেন, তাহলে বছরে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি সবুজ তহবিল তৈরি হতে পারে। এই অর্থ দিয়ে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, নগর বৃক্ষরোপণ, স্কুল নার্সারি, কমিউনিটি বনায়ন ও যুব কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব। "প্রবাসীর ভালোবাসা, সবুজ হোক বাংলাদেশ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করা গেলে ২৫ কোটি গাছ কর্মসূচি কেবল একটি জাতীয় প্রকল্প থাকবে না; এটি হয়ে উঠবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে এক ঐতিহাসিক সবুজ জাগরণ।

"হজ ও ওমরাহ সবুজ অঙ্গীকার" হজে যাওয়ার আগে তিনটি গাছ: পরিবেশ রক্ষায় এক নতুন জাতীয় উদ্যোগ বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৭৫ হাজারের বেশি মুসল্লি পবিত্র মক্কা ও মদিনায় হজ পালন করতে যান। এছাড়া সারা বছর লক্ষাধিক মানুষ ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব ভ্রমণ করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে হজ শুধু একটি ইবাদত নয়; এটি আত্মশুদ্ধি, মানবসেবা, ত্যাগ, দায়িত্ববোধ ও মানবকল্যাণের এক মহান শিক্ষা। এই আধ্যাত্মিক যাত্রার সাথে যদি "গাছ লাগানো"কে একটি সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব হিসেবে যুক্ত করা যায়, তবে তা বাংলাদেশের ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ কর্মসূচিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। "হজে যাওয়ার আগে ৩টি গাছ" বা "সবুজ সদকায়ে জারিয়া কর্মসূচি" হতে পারে একটি ব্যতিক্রমধর্মী জাতীয় উদ্যোগ যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পরিবেশ সচেতনতা একসাথে কাজ করবে। প্রস্তাবিত ধারণা অনুযায়ী, যে ব্যক্তি হজ, ওমরাহ বা দীর্ঘ ধর্মীয় সফরে যাবেন, তিনি দেশ ত্যাগের আগে নিজ অর্থায়নে অন্তত তিনটি গাছ রোপণ করবেন। গাছগুলো নিজ বাড়ির আঙিনায়, পারিবারিক কবরস্থানে, মসজিদ প্রাঙ্গণে, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় কিংবা স্কুল-কলেজে লাগানো যেতে পারে। ইসলামে গাছ লাগানোকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি গাছ ফল দেয়, ছায়া দেয়, অক্সিজেন দেয়, মানুষ ও প্রাণিকুলকে উপকার করে। ফলে এটি দীর্ঘস্থায়ী সওয়াবের উৎস। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি প্রতিবছর ৭৫ হাজার হজযাত্রী প্রত্যেকে অন্তত তিনটি করে গাছ লাগান, তাহলে শুধু হজযাত্রীদের মাধ্যমেই বছরে প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজার গাছ যুক্ত হতে পারে। আর ওমরাহ যাত্রী ও অন্যান্য ধর্মীয় রীতিকে সম্পৃক্ত করা গেলে এই সংখ্যা কয়েক মিলিয়নে পৌঁছাতে পারে। "হজের আগে তিনটি গাছ, সবুজ হোক দেশের আকাশ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে শুরু হতে পারে এক নতুন সবুজ জাগরণ।

Carbon Credit: ভবিষ্যতের সবুজ আয় ২৫ কোটি গাছ কর্মসূচি বদলে দিতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জলবায়ু ভবিষ্যৎ বিশ্বজুড়ে এখন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে "Nature-Based Solution" বা প্রকৃতিনির্ভর সমাধান। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর কর্মসূচি শুধু পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ নয়; এটি ভবিষ্যতে দেশের জন্য একটি বিশাল "সবুজ অর্থনীতি" বা Green Economy তৈরির সুযোগও হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি লাগানো গাছগুলো দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকে এবং সঠিকভাবে Carbon হিসাব সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক Carbon Market-G Carbon Credit বিক্রি করতে পারবে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক আয়, আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন এবং সবুজ বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য Carbon Offset Program-এ বিনিয়োগ করছে। যেসব দেশ বা প্রকল্প গাছ লাগিয়ে বাস্তবভাবে CO_2 শোষণ করতে পারে, তারা আন্তর্জাতিক বাজারে Carbon Credit বিক্রি করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশও সেই সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এজন্য প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত জাতীয় পরিকল্পনা। প্রথমত, একটি "National Green Masterplan" তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, GIS Mapping ও Digital Monitoring System চালু করতে হবে। একই সঙ্গে একটি আধুনিক Carbon Accounting System গড়ে তুলতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কার্বন শোষণের হিসাব রাখা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বন আচ্ছাদন প্রায় ১৪-১৫ শতাংশ। সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ৫-১০ বছরে এটি ১৮-২০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। একই সঙ্গে নগর সবুজায়ন বাড়বে, ফল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার শুরু হবে এবং কার্বন শোষণের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এই কর্মসূচির সম্ভাব্য ফলাফল অত্যন্ত ইতিবাচক। ২৫ কোটি চারা উৎপাদন, ১৫-১৮ কোটি গাছ টিকে থাকা এবং লাখো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সময়ের সাথে এর প্রভাব আরও দৃশ্যমান হবে। তিন বছর পর স্থানীয়ভাবে ছায়া বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদন শুরু হতে পারে। ছয় বছর পর কার্বন শোষণ ও জীববৈচিত্র্যের ইতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হবে। আর নয় থেকে দশ বছরের মধ্যে নগর তাপমাত্রা কমে যাওয়া, Micro-climate পরিবর্তন এবং কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যেতে পারে। পরিবেশবিদদের মতে, যদি এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় "Green Leadership"-এর একটি অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে Paris Agreement–এর লক্ষ্য অর্জনেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু ফোরামগুলোতে তখন বাংলাদেশকে শুধু জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবেই নয়, বরং "Green Economy Hub" ও "Climate Resilient Nation" হিসেবেও দেখা হবে। ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানো তাই কেবল একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার নয়; এটি হতে পারে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার সবুজ বিপ্লব। একটি নতুন বাংলাদেশ সবুজ, সহনশীল, সমৃদ্ধ ও ভবিষ্যতমুখী বাংলাদেশ।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হয় শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধান: শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৪৯, বিনাধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ঃ২০ঃ৩২ঃ১৮ঃ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকি সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রাবণেই আউশ ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউশ কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট: পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কাণ্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুঁড়ি থাকে।

সবজি: গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিস্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় শিমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মুলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ: আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণ বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়

ধান: শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবি জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায়। নাবি জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান৪৬ অন্যতম।

পাট: ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলিয়ে তাতে আঁশগুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবি পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল: এ মাসের মধ্যে মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপন করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনামুগ-৫, বারিমাস-৩, বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি: আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া ও দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টি তোড় থেকে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য: সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র সুবর্ণচর ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার পরিদর্শনকালে খামারে বৃক্ষরোপণ করছেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি

রাশিয়া হতে এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ। এ সময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলামসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসি'র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সংস্থার সচিব জনাব আবু জাফর রাশেদ এবং মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) ড. মোঃ ইসবাত

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের বোর্ড রুমে IRRI (ইরি) প্রতিনিধি দল বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের বোর্ড রুমে রাশিয়ার প্রতিনিধি দল বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম। এ সময় চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

জীব ও প্রযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে মিরপুরস্থ বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদিত সৌদি খেজুরের মাতৃবাগান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।